ইতিহাসের জঘন্যতম প্রেসনোট

প্রসঙ্গঃ শেখ হাসিনা এবং একজন বৃদ্ধা মায়ের আকুতি, শেখ হাসিনাকে নিঃশেষ করার ষড়যন্ত্র কি সব সরকারই করবে? ....

এক. বাংলাদেশের কোনো এক গ্রাম থেকে আসা এক সময়ের সরল বধু এখন বয়োবৃদ্ধ আট সন্তানের জননী এই প্রবাসে যার দিনমাস বছর যাচ্ছে নাতি-নাতনির সঙ্গে হেসে খেলে আর ধর্মে-কর্মে, তিনি রাজনীতি বুঝেন না, তবে ছেলেদের কাছ থেকে বরাবরই দেশের খবর নেন, ধর্মকর্ম শেষে প্রবাস থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা পড়েন। এই বৃদ্ধ জননী পত্রিকায় শেখ হাসিনার ওপর চাঁদাবাজি ও হত্যা মামলা হবার খবর শুনে তিনি হতবাক, বিস্মিত ওমর্মাহত। তিনি কোনোক্রমেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। আমরা যখন ওনার বাসায় বেড়াতে যাই সেদিন, ঠিক তখন তিনি সবেমাত্র নামাজ শেষ করে আক্ষেপের সঙ্গে বললেন তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ়, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধের দায়েরকৃত মামলা সর্ম্পকে তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না, তিনি নামাজ শেষে আল্লাহর কাছে দোয়া চেয়েছেন শেখ হাসিনাকে এই কলংকের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। তিনি শেখ হাসিনাকে কখনই সামনাসামনি দেখেননি কিন্তু পত্রিকায় শেখ হাসিনার ছবি দেখে তিনি বরাবরই ভাবেন শেখ হাসিনা যেন তারমতই কোনো গ্রামের এক সরল নারী, যাঁরা প্রতিদিন প্রতিনিয়ত কষ্ট-দুঃখ আর দুঃসময়ের মুখোমুখি। এ জননীর কাছে শেখ হাসিনার চেয়ারা চাল চলন নিঃরহংকার, সহজ সরল, পরিবারের সবাইকে হারিয়েও শেখ হাসিনা সবকিছু বিলিয়ে দিচ্ছেন বাংলাদেশের অসহায় মানুষের জন্য আর তাঁর বিরুদ্ধে এমন ষড়যন্ত্র তিনি মেনে নিতে পারছেন না, প্রবাসী এ জননী বললেন আমি আট-আটটি সন্তানের জননী, আমার বড় সন্তানের বয়স শেখ হাসিনার বয়সের চেয়েও বেশী সুতরাং আমি সন্তান চিনতে ভুল করার কথা নয়।

পাঠক, শেখ হাসিনাকে নিয়ে এমন আকুতি-মন্তব্য-ভালোবাসা-শ্রদ্ধা এবং আল্লাহতা'লার কাছে দোয়া চাওয়া শুধু প্রবাসে একজন মায়ের নয়, দেশে-বিদেশে কোটি কোটি আবালবৃদ্ধবণিতার হৃদয়ের আকুতি ও অব্যাক্ত কথা। দেশে-বিদেশে অবস্থানরত কোটি-কোটি মানুষ শেখ হাসিনার ওপর দেওয়া মামলাগুলো বিশ্বাস করতে পারছেন না বরং সবাই বলছেন শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে চলছে এক গভীর ষড়যন্ত্র এবং শেখ হাসিনাকে চিরতরে নিঃশেষ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র নয়তো এমন হবে কেন, যেখানে বিগত বিএনপি জামাত সরকারের আমলে ২১ আগষ্ট গ্রেনেড হামলা করে শেখ হাসিনা হত্যার চেষ্টা চালানো হলো জননেত্রী আইভী রহমানসহ ২৭ জনকে হত্যা করা হলো সেই হত্যাযজ্ঞের বিচার করতে পারেনি বরং উল্টো শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলা সত্যিই অবিশ্বাস্য হবার কথা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর আজোবধি সামরিক স্বৈরাচার সরকার থেকে গণতন্ত্রের লেবাসধারী বিএনপি-জামাত সরকার প্রায় ৭০/৮০ হাজার মানুষকে হত্যা করেছে, গণ আন্দোলন করতে গিয়ে সেলিম দেলোয়ার নূর হোসেন ওয়াজী উল্লার মতো হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, ২০০১ সালের নির্বাচনের পূর্বে এবং আওয়ামী লীগ সরকার তত্ত্বধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর সারা দেশে বিএনপি জামাতের ক্যাডাররা হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে, এমনকি নির্বাচনের পরও হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, লাখ লাখ সংখ্যালঘু সম্পদায়ের লোকদের নির্যাতন করে দেশান্তরী করা হয়েছে পূর্ণিমা-বাসন্তি-শুকলাদের মতো শত শত কিশোরী -যুবতী এমন কী সন্তানের জননীরা বাবার সামনে কন্যা, সন্তানের সামনে অন্তস্বত্ত্বা মাকে ধর্ষিত করেছে বিএনপি জামাত-শিবিরের ক্যাডাররা সেগুলোর বিচার কি হয়েছে? কিংবা বিচার করার উদ্যোগ কি তত্ত্বধায়ক সরকারের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে? বাঁশাখালির শীল বাড়িতে সংখ্যালঘু পরিবারের ১১জনকে পুড়িয়ে মারার বিচার কি করা হয়েছে? ক্রসফায়ার আর অপারেশন ক্লিনহার্টের মতো রাস্টীয়ভাবে জঘন্য মানবতা বিরোধী আইন করে যে অসংখ্য মানুষ হত্যা করা হয়েছে সেসব হত্যাকান্ডের বিচার কি করা হয়েছে? দেশের বরেণ্য ব্যক্তিত্ব সাবেক সংসদ সদস্য এসএম কিবরিয়া কিংবা আহসান উল্লাহ মাষ্টারদের বিচার কি হয়েছে? শেখ হাসিনা বাংলাদেশের এক ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম, যে শিশুটি জন্মের পর থেকে দেখে আসছে তাঁর পিতা দেশ মাটি ও মানুষের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন, জেল-জুলুম-নির্যাতন সবই সহেছেন সেই পিতার গর্বীত সন্তান শেখ হাসিনা। ১৯৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ পরিবারের একমাত্র শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ছাড়া সকল সদস্য হত্যার পর হন্থারকরাই বারবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নামে ক্ষমতায় আহোরণ করে বঙ্গবন্ধু পরিবারকে চিরতরে নিঃশেষ করে দেবার পাঁয়তারা চালায়। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর বহুধা বিভক্ত আওয়ামী লীগের দুঃসময়ে শেখ হাসিনা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে শক্ত হাতে আওয়ামী লীগকে ধরে রেখেছেন বলতে গেলে মৃত আওয়ামী লীগকে আবার জীবিত চাঙ্গা করে তুলেছেন। দেশের স্বৈরাচার-স্বৈরশাসন মৌলবাদি জঙ্গি বিরোধীসহ গণতান্ত্রিক ধারা দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য শেখ হাসিনার নিরলস সংগ্রাম করতে গিয়ে বহুবার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে এরকমের ষড়যন্ত্র নতুন নয়, তাঁকে হত্যা করার চেষ্টাও করা হয়েছে বহুবার। যা এখনও চলছে।

দুই. এখন আসা যাক শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দূর্নীতি মামলা। এটি একটি ঐতিহাসিক মিথ্যা. প্রতারণামূলক এবং দূরাভিসন্ধি নাটক। কে করেছে এই মামলা আর তার কিইবা পরিচয়। সারা দেশে প্রচার হয়েছে কাজী তাজুল ইসলাম ফারুক হাওয়া ভবনের ঘনিষ্ট বন্ধু এবং সাবেক প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক উপদেষ্টা হারিস চৌধুরীর প্রিয় বন্ধু, হারিস চৌধুররীর পথ উন্মোচনের জন্য এই তাজুল ইসলাম ফারুক সাবেক সংসদ ও

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী এসএম কিবরিয়াকে হত্যা করেছেন, কিংবা হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন বলে জানা গেছে। তিনি কবে কখন এই ৩ কোটি টাকা কোন ব্যাংক থেকে তুলে এনেছেন তার প্রমান কি তিনি দিয়েছেন? তার কাছে নিশ্চয় নগদ ৩ কোটি টাকা থাকার কথা নয়। দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হলো বঙ্গভবন যেখানে ২৪ ঘন্টা ভিডিও ক্যামেরা ছবি ধারণ করছে এবং তা রেকর্ড হচ্ছে যা মামলার জন্য ক্যারেমরা ফুটেজ দেখাতে হবে। ৯ বছর পর হঠাৎ করে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ৩ কোটি টাকার চাঁদাবাজির মামলা সারাদেশের মানুষকে যেমনি হতবাক করেছে তেমনিভাবে অভিযোগকারী ব্যবসায়ীর ভূয়া ঠিকানা ব্যবহার এবং সরকার থেকে বিশেষ পুলিশ দিয়ে বাসা ওব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রটেকসন তথা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করায় মানুষের মনে গভীর সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। ৯ বছর আগের মামলা যদি হতে পারে তবে স্বৈরাচার এরশাদের মামলা কেন হবেনা? কেন হবে না স্বাধীনতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের মামলা?

গ্রেনেড-বোমা- বুলেটের চেয়েওকী লগি বৈঠার শক্তি কি বেশী? রাজধানীর পল্টন মোড়ে গত ২৮শে অক্টোবর সংঘটিত হত্যাকাণ্ডে জামায়াত কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় গতকাল ২২ এপ্রিল আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ও আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল মালেকসহ তিন জনের নামে হুলিয়া জারি করা হয়েছে। অপরদিকে একই দিনে ১৪ দলের নেতা রাসেল আহমেদ খান হত্যাকাণ্ডে ওয়ার্কার্স পার্টি কর্তৃক জামায়াতের আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, জামায়াত নেতা এটিএম আজাহারুন্নল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম খানসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাটির বিচার নিষ্পত্তির জন্য মহানগর দায়রা জজ আদালতে প্রেরণের নির্দেশ দেয়া হয়। কী আশ্চার্য এ বাংলাদেশ, যে দেশে জামাত শিবির কর্মীরা দেশের বিভিন্ন স্থানে শত শত মানুষকে হত্যা করেছে, হত্যা করেছে চট্টগ্রাম রাজিশাাহীর অসংখ্য ছাত্র শিক্ষককে। হাতপায়ের রগকেটে করেছে জীবনের জন্য পঙ্গু অথচো সেই মামলার বিচার হয়না বাংলাদেশের মাটিতে। গত ২৮ অক্টোবর ২০০৬ সালের গণ আন্দোলন চলাকালে লগি বৈঠার আঘাতে নিহতদের পক্ষে জামায়াত যে মামলা করেছে সেই মামলায় শেখ হাসিনার নাম না থাকলে বর্তমান তত্ত্বধায়ক সরকার নিজের প্রভাব কাটিয়ে শেখ হাসিনার নাম অন্তভুক্ত করে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করেছে অথচো একই দিনে একই এলাকায় জামাত-শিবিরের কর্মীরা মসজিদের ভিতর থেকে বের হয়ে প্রকাশ্যে বন্দুক হাতে শত শত রাউন্ড গুলি করে মহাজোটের কর্মীকে হত্যা করলে এবং নিজামী-মুজাহিদদের বিরুদ্ধে মামলা হলেও তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয়না যা ভাবলে অবাক বিস্ময়ে থমকে যেতে হয় তত্ত্বধায়ক সরকারের আর বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা দেখে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে শেখ হাসিনাকে চিরতরে শেষ করে দেওয়ার জন্যই চলছে বহুমুখি ষড়যন্ত্র, আর সেই ষড়যন্ত্রে ধারাবাহিকতায়ই শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে একের পর এক মিথ্যা সাঁজানো মামলা, দেশে ফিরৎ আসতে না দেওয়া এবং আইন উপদেষ্টা শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে রক্তচক্ষু প্রদর্শন দেখে মনে হয় দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রেখে এই সরকার শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করছে। বিগত ৫ বছর হাজার হাজার মানুষকে হত্যা ধর্ষণ দূর্নীতি-লুটপাটসহ বহুমুখি নির্যাতনের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা তথা মহাজোট আন্দোলন করলেও হত্যা ঘেরাও কর্মসূচির জন্য এখন শেখ হাসিনাকে এককভাবে দায়ি করে তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদাঘার করছেন মাননীয় তত্ত্ববধায়ক সরকারের উপদেষ্টারা, অথচো সেদিন আন্দোলন না করলে আজ দেশের প্রেক্ষাপট অন্যরকম হতো আর তত্তববধায়ক সরকারের কর্ণধার এসব উপদেষ্টারা হতে পারতেন না। হরতাল অবরোধে যদি জিনিষপত্রের দাম বেড়ে গিয়ে জনগণের ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলে এখন কেন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম আকাশচুম্বি? কেন আইনশৃঙ্খলার এখন চরম অবনতি? গণ আন্দোলন করায় যদি শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে খুণের মামলা হয় তাহলে প্রকাশ্য রাজপথে যে পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা গুলিকরে মানুষ হত্যা করেছে তাদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা হবে না কেন? শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন করে মানুষের অধিকার ফিরিয়ে আনার আন্দোলন করতে গিয়ে যদি খুনের মামলা রচিত হয় তাহলে তত্ত্ববধায়ক সরকারের আমলে ক্রসফায়ার করে যে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে সেজন্যেকি সরকারের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করা যাবে না?

তিন. বিচারের আগেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানার খড়্গ মাথায় নিয়েও দেশের মাটিতে ফিরতে চেয়েছিলেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অতি সম্প্রতি শেখ হাসিনা দেশে ফিরৎ না আসার জন্য তত্ত্ববধায়ক সরকারের পক্ষ থেকে যে প্রেস নোট দেওয়া হয়েছে তা এমন জঘন্য যে সর্বকালের সবচেয়ে কলংকিত এবং নিরপেক্ষতাবর্জিত বর্বরোচিত অবিশ্বাস্য মিথ্যাচার বলে দেশে-বিদেশের কোটি কোটি মানুষ মনে করছে। এই তত্ত্বধায়ক সরকারের সম্প্রতি একের পর এক সিদ্ধান্ত হীনতা এবং উপদেষ্টাদের কথার অমিল যা ষড়যন্ত্রমূলক মনে হচ্ছে এবং তা ব্যাক্তিগত শত্রুতার বহিপ্রকাশ হিসেবে আদর্শের ট্রেনটি এখন লাইনচ্যুত হয়ে অজানা গহীন গহ্বরের দিকেছুঁটছে, যা কেউই বলতে পারছে না অদূর ভবিষ্যতে কি হতে চলছে আর দেশের মানুষের কল্যাণেইবা কতটুকু কাজে লাগবে। এক দূর্নীতিবাজ-খুনীদের হাত থেকে দেশ বাঁচাতে গিয়ে কি দেশের মানুষ উল্টো অঘোষিত স্বৈরশাসনের দিকে এগুচ্ছে। দেশকি পাকিস্তানের মতো হতে চলছে? সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধু তনেয়া শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে এক বিশাল ষড়যন্ত্র যে চলছে তা বাংলাদেশের মানুষের কাছে আর লুকানোর কোনো উপাই নেই। শেখ হাসিনা কি এমন কাজ করেছেন যে তাঁকে বাংলাদেশে অবাঞ্চিত ঘোষণা করে "বিপদজনক' "জাতীয় নিরপত্তার জন্য হুমকি" শব্দটি তাঁর ললাটে আখ্যায়িত করতে হবে? শেখ হাসিনা কি স্বাধীনতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধী গো.আযম নিজামীদের চেয়ে বিপদজনক ভয়ানক? কোন অভিযোগে শেখ হাসিনাকে চিরতরে নির্বাসনে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে? শেখ হাসিনাকে বহন না করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে সব এয়ারলাইনসকে সরকারের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেটা শুধু শেখ হাসিনার জন্যই দুঃখজনক নয় সেটা তাবৎ দেশবাসী ও জাতির ললাটে কলংকলেপন। সত্যিই সেলুকাস! কী আশ্চর্য এদেশের মানুষ আর কীইনা আশ্চর্য এদেশের নিরপেক্ষ সরকার! শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বর্তমান সরকারের নিমর্মতায় দেশে-বিদেশে অবস্থানরত মানুষের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা অব্যক্ত ক্ষোভ ও দুঃখ মানুষের ব্যক্তিগত দুঃখ যন্ত্রাণা ডিঙ্গিয়ে দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পরছে হাসিনার প্রতি সহমর্মিতা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়। শেখ হাসিনা এই প্রথম নিগৃহীত হননি, বারবার হয়েছেন, বিচারপতি সাত্তার থেকে স্বৈরাচারী এরশাদ- খালেদা নিজামী এমন কি তত্ত্ববধায়ক সরকার সবই ষড়যন্ত্রের নিলনকশা করে নিগৃহীত করেছে শেখ হাসিনা এবয় তার দলকে। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে তত্ত্ববধায়ক সরকার একের পর এক যে অভিযোগ দায়ের করছে তার চেয়ে ভয়ানক অভিযোগ দেশের ভিতরে এমনকী সরকারের আমলাদের মধ্যেও রয়েছে , বর্ণাচোরা, সবিধাভোগী, দালাল দূর্নীতিবাজ খুনীরা সারাদেশে বিভিন্ন দফতরে রয়েছে অথচো এরা সবাই বহাল তবিয়তে রয়েছে আর শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকলে দেশের আইনানুযায়ী বিচার হবে। শেখ হাসিনা বাংলাদেশের অসহায় দুঃখী মানুষের জন্য জেল-জুলুম অত্যাচার নির্যাতন অবিরাম চালিয়ে যাচ্ছেন বিভিন্ন সরকারের আমলে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এসেছেন। শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মানুষ, বাংলাদেশের সন্তান হিসেবে দেশে অবস্থান করা তাঁর মৌলিক নাগরিক অধিকার। শেখ হাসিনার প্রতি এমন আচরণ কি তত্ত্বধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতার প্রমান? সেটা শুধু কি আমার প্রশ্ন দেশে বিদেশে লাখো-কোটি মানুষের প্রশ্ন! আজ যদি দেশের মিডিয়াগুলোতে সেন্সর না থাকতো তা হলে দেখা যেত এবিষয়ে কত লেখালেখি হয়। শেখ হাসিনা কখনোই ভীতু নন, তাঁর জীবন র্মত্যুর

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

সন্ধিক্ষণ অনেকবার এসেছে, তাঁর জীবন বাজিরেখেই বাংলাদেশের নির্যাতিত মানুষের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছেন, তারঁ বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করার পর বিচারের আগেই হুলিয়া জারী করা হয় তারপরও শেখ হাসিনা দেশে ফিরতে অবিচল, দেশের মানুষের জন্য মৃত্যু তাঁর কাছে অবধারিত তা তিনি জানেন। তাঁর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একইভাবে প্রাণদিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন আদর্শের চেয়ে মহান কিছুই নেই এ জগতে।

গত ৫ বছরে খালেদা নিজামী সরকারের আমলে হাওয়া ভবনের নেতৃত্বে ৪ লক্ষাধিক কোটি টাকা আত্মসাৎের ঘটনা ঘটলেও খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত একটিও মামলা হয়নি বরং খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে কোকোকে ধরে সসম্মানে বাসায় ফিরৎ দেওয়াতে এবং খালেদা জিয়াকে নির্বাসনে পাঠানোর নামে কালক্ষেপন এবং আদালতের মাধ্যমে স্থগিতসহ বিভিন্নরকমের নাটকে বর্তমান সরকারের নিরপেক্ষতার প্রশ্ন উঠেছে॥ এ নাটকে সারা দেশবাসী হতবাক। বর্তমান সরকার ব্যালেন্স রক্ষা করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে টালমাতাল অবস্থা। বিএনপি আর খালেদা নিজামীদের দূর্নীতি রুখতে যতনা সোচ্ছার তারচেয়ে বেশী যেন দায় হয়ে গেছে আওয়ামী লীগ ও দলের নেতা কর্মীকে নিঃশেষ করার ষড়যন্ত্র। আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত দু' মেয়রকে গ্রেফতার করা হয়েছে অথচো বিএনপি থেকে নির্বাচিত আরো তিন মেয়রের বিরুদ্ধে ভয়াবহ গুরুতর অভিযোগ থাকা স্বত্তেও গ্রেফতার করছে না সেটাকেই কি নিরপেক্ষতা বলে? হয়তো বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই নিরক্ষর তবে অশিক্ষিত বোকা নয়, তাঁরাও রাজনীতি বুঝে, বর্তমান নিরপেক্ষ সরকারে কার্যকলাপ বর্যবেক্ষণ করছে। তাঁদের বুকে অব্যক্ত কথা জমে পাথর হচ্ছে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে বিস্পোরণ ঘটতে পারে।

তত্ত্ববধায়ক সরকার গণ আন্দোলনকে শেখ হাসিনাকে যদি দায়ি করা হয় তাহলে বর্তমান সরকার অবৈধ, শেখ হাসিনা তো আন্দোলন করেছিলেন দেশ ও জাতির কল্যানে। দূর্নীতিবাজ খুণিদের বিরুদ্ধে।। শেখ হাসিনার আন্দোলরেনর ফসল এই তত্ত্ববধায়ক সরকার।

চার. ইদানীং বাংলাদেশের বাংলাদেশের সামরিক প্রধানসহ টিভি চ্যানেলগুলোতে দেশের রাজনীতি পারিবারিক তান্ত্রিক বলে অভিযোগ করে এথেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য পরিকল্পনা করা হচ্ছে আর এ কথার সঙ্গে বাংলাদেশের কিছু বুদ্ধি ব্যবসায়ী যারা সর্বদাই সুবিধার পথে চলে তারা সমর্থন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে পারিবারিকতান্ত্রিক রাজনীতির পিছনে কারা দায়ি এবং কারা সৃষ্টি করেছিলো? এই পারিবারিকতান্ত্রিক রাজনীতির জন্য বাংলাদেশের কিছু উশৃঙ্খল খুনী সামরিক বাহিনীর সদস্যরা দায়ি নয়কি? এই উশৃঙ্খল সামরিক বাহিনীর হাতে স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিধন হন আর একইভাবে জিয়াউর রহমানও মৃত্যুবরণ করেন সামরিক বাহিনীর হাতে ফলে উভয় নেতারই জনপ্রিয়তার ধারাবাহিকতায় উত্তরাধিকার সূত্রে পারিবারিক সদস্যরা ক্ষমতা কিংবা দলের প্রধান হয়েছেন এতে কতিপয় মানুষের মাথা ব্যাথা সৃষ্টি হলেও দেশের কোটি কোটি আবালবৃদ্ধবণিতা তাতে খুশি তারই প্রমান জননেত্রী শেখ হাসিনা কিংবা খালেদা জিয়ার জনপ্রিয়তা। এ দু'নেত্রী যতই ভালো কিংবা খারাপ কাজ করেন না কেন দেশের সাধারণ মানুষের কাছে তাতের শেকর অনেক শক্ত এবং তাদের বিকল্প তৈরী হতে এখনও অনেক বছর বাকী।

পাঁচ. সারাদিন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে অনেক প্রবাসীরা একটু শান্তির অন্বেষায় টিমহর্টনে বসে একটি কফি হাতে নিয়ে আড্ডায় মেথে উঠেন, নিত্যদিনের মতো সেদিনও টিমহর্টনে বসে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল ঠিক তখনই এক প্রবাসী বৃদ্ধ সেদিন টিমহর্টনে বসে শেখ হাসিনা সর্ম্পকে কথা উঠতেই কেঁদে ফেললেন আর বললেন শেখ হাসিনার দুঃসময় কি কোনোদিন আর শেষ হবে না এটাইকী আল্লাহর বিচার। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে সব সরকারই ষড়যন্ত্র করে গ্রেনেড হামলা বোমা মেরে হত্যা করার চেষ্টা চালাচ্ছে আল্লাহর হুকুমে বেঁচে যাওয়া কি তাঁর অপরাধ? সত্যি কথা বলাই কি অপরাধ? দেশের মানুষের জন্য সংগ্রাম করাই কি তাঁর অপরাধ? জঙ্গিবাদি-মৌলবাদি, দূর্নীতিবাজ, হন্থারক ধর্ষণকারীদের বিরুদ্ধে কথা বলাই কী তাঁর অপরাধ? স্বাধীনতা বিরোধী জামাত-বিএনপিসহ অনেক জঙ্গি মৌলবাদিরা শেখ হাসিনাকে হত্যা করার জন্য প্রস্তোত রয়েছে আর এখন বর্তমান সরকার কী একই পথ অবলম্বন করছে? আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী কিংবা শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কোনো মামলা হলেই বিচারকরা সময় ব্যয় নাকরেই নির্দেশ দিয়ে দেন গ্রেফতার কিংবা শাস্তি অথচো জাতির জনক হত্যাকান্ড থেকে আওয়ামী নেতা কর্মীদের হত্যাকান্ড নির্যাতনের মামলায় বাংলাদেশের বিচারকগণ বিব্রতবোধ করেন মাসের পর মাস বছরের পর বছর পার করেন ঘাতকদের বাঁচানোর জন্য। দেশ ও জাতির এই ভয়াবহ ক্লান্তিলগ্নে শেখ হাসিনার মতো একজন নেতার যখন বড্ড প্রয়োজন ছিলো যখন তখন তত্ত্ববধায়ক সরকার তাকে চিরতরে শেষ করে দেওয়ার নাটক চালাচ্ছে। এই বৃদ্ধ প্রবাসীর অশ্রুসিক্ত আকুতি সৃষ্টিকর্তা যেন শেখ হাসিনাকে এই দুঃসময় থেকে উদ্ধার করে মানুষের কল্যানে ফের জাগিয়ে তুলেন আর ভন্ড প্রতারক মিথ্যাচার সুবিধালোভি ভেলকিবাজদের হাত থেকে দেশ ও জাতির মুক্তি কামনা করেন।

ছয়. প্রবাসীরা কখনই বিবেক বর্জিত নয়। দেশের ভালোমন্দে সমান অংশিদার। বর্তমান তত্ত্ববধায়ক সরকারের প্রথম পদক্ষেপে সবাই অভিনন্দন জানায় এবং মাননীয় তত্ত্ববধায়ক সরকারের ভালোকাজের জন্য আমরা প্রবাসীরা প্রশংসা করেছি তাদের কাজে বিদেশ থেকেও আমরা গর্বিত হয়েছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি তত্ত্বাবধায়ক অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে যা প্রশংসার দাবিদার কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে সেই পদক্ষেপ মনে হয় যেন শুধুই কথার কথা, কাজের কাজ কিছুই হচ্ছেনা বরং দ্রুত গতিতে সময় বয়ে যাচ্ছে অপরদিকে দেশ যেন এক অনিশ্চয়তা মুখোমুখি যাচ্ছে।

পাদটিকাঃ আমি জানি বাংলাদেশে এখন রাজনীতি নিষেধ। তবুও স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনকের কন্যা শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে এমন অন্যায় এবং মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে তাঁকে কলংকিত করায় আমি ভীষণ কষ্ট পেয়েছি, যে কষ্টের শেষ নেই। শেখ হাসিনার জন্য আমার এই লেখায় যদি আমাকে কোনো স্বাস্তিভোগ করতে হয় তাতেও আমি রাজি। বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনা বাংলাদেশের সম্পদ যাঁদের প্রাণ মানেই বাংলাদেশ।

মন্ট্রিয়ল, ২২.৪.২০০৭

সদেরা সুজন. ফ্রিলেন্স সাংবাদিক, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক স্মৃতি সংগ্রাহক।

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com